দৈনিক সংবাদ

তারিখ 24 FEB 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

12

ঢাকা : সোমবার ১১ই ফাল্গুন ১৩৯৮

শিক্ষার দুর্গতি

একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী তার বাণীতে যে খাঁটি কথাটি বলেছেন তা নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। তিনি বলেছেন, নিরক্ষরতার অমানিশা দূর করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সাফল্য।

প্রশ্ন হচ্ছে বাস্তবে কেন দেখি একেবারে উল্টো চিত্র। মনেপ্রাণে আমরা সবাই চাই ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের আত্মত্যাগ সার্থক হোক। অথচ শিক্ষার ক্ষেত্রে দুর্যোগ ও দুর্গতির শেষ নেই।

বিশেষভাবে এখন শিক্ষার যে হাল অবস্থা চলছে সেখানে কোন আশার আলো খুঁজে পাওয়া কঠিন। বছরের শুরুতেই বেসরকারী স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে গেল শিক্ষক ধর্মঘটের জন্য। ধর্মঘট চলল প্রায় একমাস। নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ক্লাসে যাওয়ার সুযোগ পেল না অগণিত ছাত্রছাত্রী। সরকার শেষ পর্যন্ত ধর্মঘটী শিক্ষকদের সাথে সমঝোতায় পৌঁছলেন। সেই মীমাংসাই যখন সরকার করলেন, একমাস আগে কেন করলেন না। মন্ত্রীরা কথা আর যুক্তি-পাল্টাযুক্তির হুল ফুটিয়ে একমাস ধরে পরিস্থিতি ঘোলাটে করলেন। মাঝখান থেকে হারিয়ে গেল ছাত্রছাত্রীদের কিছু মূল্যবান সময়। ক্ষতিগ্রস্ত হল ডিগ্রী পরীক্ষা। অথচ অর্থবহ আলোচনার ব্যবস্থা করা যেত একেবারে শুরুতেই।

পাঠ্যবই ছাপিয়ে সময়মত জেলা-উপজেলায় পাঠানো যায়নি বলে এবছরের প্রথম এক/দেড়মাস মাধ্যমিক পর্বের ছাত্রছাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। এজন্য কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও অব্যবস্থাপনা অনেকাংশে দায়ী।

যুগের পর যুগ ধরে প্রাথমিক শিক্ষায় চলছে সমস্যা। উন্নতি দেখা যায় কেবল সরকারী বক্তৃতা-বিবৃতি আর নথিপত্রে। বাস্তবে দেখা যায় গ্রাম-গ্রামান্তরে প্রাথমিক স্কুলগুলোতে বেড়া নেই, ছাদ নেই। বেঞ্চ, টেবিল-চেয়ার, ব্ল্যাকবোর্ড সব ভাঙ্গাচোরা। কোথাও শিক্ষক নেই, কোথাও নেই ছাত্র। বিবেকবান কিছু শিক্ষক হয়তো টিকে আছেন। তাদের দেখা যায় গাছতলায় পাঠশালা বসাতে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পর্যায়ে যে পরিমাণ সন্ত্রাস ও সেশন জটের জঞ্জাল জমেছে তা আগামী কয়েক প্রজন্ম ছাত্রছাত্রীর বারোটা বাজানোর জন্য যথেষ্ট। এইচএসসি পাস করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে প্রায় এক বছর এবং ক্লাস শুরু করতে আরও বছরখানেক গচ্চা দিতে হয়। এরপর শুরু হয় বিভিন্ন পর্বে পরীক্ষা পেছানোর পালা, ফল প্রকাশে ৬ থেকে ৮ মাসের ধাক্কা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একবছরেরও বেশী সময় পার হয়ে গেল, পড়াশোনা বন্ধ।

আজ দেশে প্রায় ৮ কোটি লোক নিরক্ষর। সাক্ষরতার হার গত দশ বছরে বেড়েছে শতকরা মাত্র ১ ভাগ। একজন শিক্ষাবিদের মতে এই হারে অগ্রগতি হলে আমাদের সমাজে নিরক্ষরতা দূর করতে লাগবে সাড়ে সাতশ' বছর।

শিক্ষার এই বহুমুখী দুর্গতির কথা আমরা সবাই জানি। অথচ এই কঠিন অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার ক্ষেত্রে সরকারের সামগ্রিক নীতি ও পরিকল্পনার কথা শোনা যায় না। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ, পরীক্ষায় দুর্নীতি বন্ধ বা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে বিচ্ছিন্নভাবে কমিটি গঠন করা হয় বা খন্ডিত নীতি নেয়া হয়। তাতে শিক্ষা এগোয় না। শিক্ষার সার্বিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদী নীতি প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের ব্যবস্থা না করা হলে নিরক্ষরতার অভিশাপ ও শিক্ষার দারিদ্র্য দূর করা যাবে না। সরকার এ ব্যাপারে কতটুকু সচেতন?